ব্রি ধান৪৭ উৎপাদন পদ্ধতি

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

ব্রি ধান৪৭ কি?

ব্রি ধান৪৭ একটি লবনাক্ততা সহিষ্ণু বোরো ধানের জাত। ২০০৬ সালে জাতটি চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। ব্রি ধান৪৭ বাংলাদেশের লবনাক্ত এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে। এ জাতটি চারা অবস্থায় উচ্চ মাত্রা (১২-১৪ ডিএস/মিটার) এবং বয়স্ক অবস্থায় নিম্ন হতে মধ্যম মাত্রা ৬ ডিএস/মিটার) লবনাক্ততা সহনশীল। এর উচ্চতা ১০১ সে.মি.। ডিগ পাতা চওড়া, লম্বা ও খাড়া। চাল মাঝারি মোটা এবং পেটে সাদা দাগ আছে। তবে সিদ্ধ করলে ঐ দাগ থাকে না। ব্রি ধান৪৭ লবনাক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৬.০ টন ফলন দিতে সক্ষম। এর জীবনকাল ১৫২ দিন।

চিত্র: ব্রি ধান৪৭

কেন চাষ করবেন?

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৮.৫ লক্ষ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার লবনাক্ততা কবলিত। ধান সাধারণত: লবনাক্ততা সংবেদনশীল ফসল। এ কারণে লবনাক্ত এলাকায় বিশেষত: বোরো মৌসুমে উফশী ধান চাষাবাদ ব্যাহত হয়। বোরো মৌসুমে প্রধানত: প্রথম দিকে অর্থ্যাৎ চারা অবস্থায় লবনাক্ততা বেশী থাকে। এ অবস্থায় ব্রি ধান৪৭ আবাদ করে কৃষকগণ ব্রি ধান২৮ বা অন্যান্য বোরো ধানের চাইতে অধিক ফলন পাবেন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ বপন** ঃ ১-১৫ অগ্রাহায়ণ (১৫-৩০ নভেম্বর)।

২. **চারার বয়স** ঃ ৩৫-৪০।

৩. **রোপণ দূরত্ব** ঃ ২০ x ১৫ সে.মি.।

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)** ঃ

৪.১	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্ক
	২৫	১৩	৯	৮	১.৫

৪.২ ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৪৫-৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা উত্তম

চিত্র: এলসিসি দিয়ে ধানের পাতার রঙ মিলিয়ে ইউরিয়ার চাহিদা নির্ধারণ

৫. **আগাছা দমন** ঃ রোপণের পর অন্তত ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৬. **সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনাঃ** অনুমোদিত নিয়ম অনুসরণ করা আবশ্যক।

৯. **রোগ-বালাই দমন** ঃ অনুমোদিত দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. **ফসল কাটা** ঃ ২০ চৈত্র - ৫ বৈশাখ।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ drbrri@dhaka.net.com

http://www.digitalinfobd.org